আপনি কিভাবে ওমরাহ করবেন

ওমরাহ সফরের ধারাবাহিক বর্ণনা

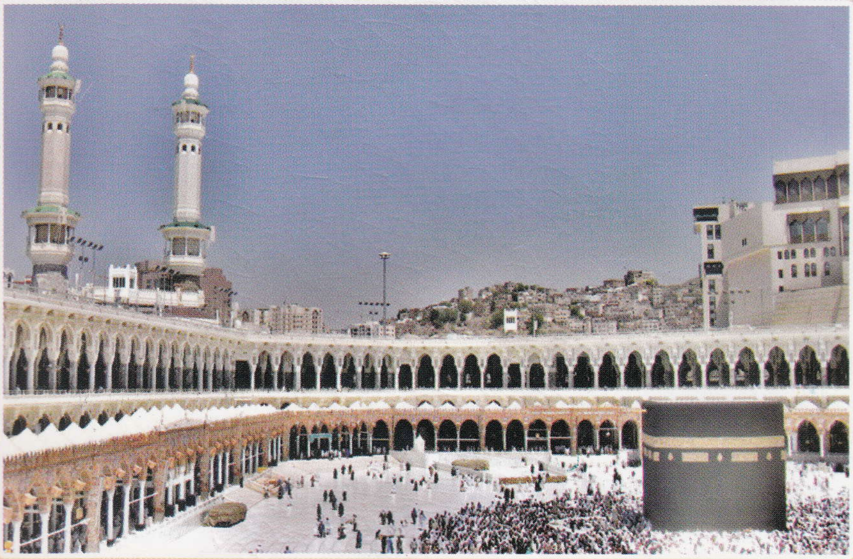

আলহাজ্জ মুফতী লুৎফুর রহমান ফারুকী

চেয়ারম্যান: আকবর হজ্জ গ্রুপ বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান: ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসা

মোবাইল : ০১৯১৩-১৭৬০৩৩

আপনি কিভাবে ওমরা করবেন

রচনায়

আলহাজ্ব মুফতী লুৎফুর রহমান ফারুকী

চেয়ারম্যান : বাংলাদেশ ইসলামিক কিন্ডার গার্টেন সোসাইটি, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান : ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্‌রাসা

চেয়ারম্যান : জাতীয় হাজী কল্যাণ পরিষদ

মোবাইল : ০১৭১৩০৬০৬৪০, ০১৭১১৯৫৫৯৮৮

ভূমিকা

হজ্জের উপর অনেক লেখকের বই পাওয়া যায়। সেই বইয়ের মধ্যে ওমরা পালনের নিয়মও আছে। কিন্তু তাতে স্বতন্ত্র ভাবে ওমরা সফরের নিয়ম পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা থাকে না। তাই শুধু যারা ওমরা পালন করতে যান তাদের চাহিদা ঐসব হজ্জের বই দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে মেটে না। তা ছাড়া ঐসব বইয়ে হজ্জ ও ওমরার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হলেও হজ্জ ও ওমরা সফরের ধারাবাহিক আলোচনা নজরে পড়ে না। ইতি পূর্বে "আপনি কিভাবে হজ্জ করবেন" নামে হজ্জের সফরের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে একটি ছোট বই রচনা করেছিলাম। ক্ষুদ্র বইটি পাঠক সমাজে বিশেষ করে হজ্জ যাত্রী ভাই/বোনদের নিকট বিশেষ ভাবে সমাদ্রিত হয়েছে। তারা অনেকেই অনুরোধ করেছেন, ঐ একই নিয়মে শুধু ওমরা সফরের উপর ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে একটি বই রচনা করতে। নিজের অনুভূতি ও পাঠকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অতি ব্যস্ততা সত্বেও "আপনি কিভাবে ওমরা করবেন" নামে বইখানি রচনা করতে সক্ষম হয়েছি আল্‌হামদু লিল্লাহ। খুব অল্প সময়ে বইটি লেখা এবং ছাপানোর কাজ শেষ করা হয়েছে বিধায় বইটিতে ছাপা বা তথ্যজনিত ভুল ভ্রান্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাই কোন প্রকার ভুলত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে আমাদের অবগত করলে খুশি হবো এবং পরবর্তীতে তা সংশোধন করে ছাপানোর জন্য চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আমার এ ছোট্ট বইখানি পড়ে যদি পাঠক/ ওমরা যাত্রীরা একটুও উপকৃত হন তা হলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ তা'আলা আমার এই খেদমতটুকু কবুল করেন, যারা এই বই লিখতে এবং প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেছেন সকলকে কবুল করেন। আমিন।

লেখক

সূচীপত্র

ওমরার ফজিলত -- ৫
রমযান মাসে ওমরা আদায় -- ৫
ওমরার হুকুম -- ৫
একটি ভুল ধারণা ও তার প্রতিকার -- ৫
ওমরায় কখন গেলে ভাল হয় -- ৬
ওমরা ভিসা পাওয়ার জন্য করণীয় -- ৬
ভালো একজন সফর সাথী খুঁজে নিন -- ৭
সফরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন -- ৭
সফরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী -- ৭
পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় গ্রহণ -- ৭
আগে কোথায় যাবেন তা ঠিক করে নিন -- ৮
ইহরামের মাসায়িল -- ৮
এবার ইহরাম বেঁধে নিন -- ৯
ইহরাম বাঁধার পর করণীয় -- ১০
বিমান বন্দরে উপস্থিতি এবং সেখানে করণীয় -- ১০
বিমানের মধ্যে করণীয় -- ১১
জেদ্দা বিমান বন্দরে করণীয় -- ১১
মক্কায় পৌঁছে করণীয় -- ১২
ওমরার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফ গমন -- ১২
তাওয়াফের মাসয়ালা -- ১৪
তাওয়াফ কিভাবে করবেন -- ১৬
তাওয়াফ শেষে করণীয় -- ১৯
সায়ী কিভাবে করবেন -- ২০
ইহরাম থেকে কিভাবে হালাল হবেন -- ২৩
সাধারণ তাওয়াফ কিভাবে করবেন -- ২৩
পরবর্তী ওমরা কিভাবে করবেন -- ২৪
মক্কার দর্শনীয় স্থানের যিয়ারা -- ২৪
মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা -- ২৫
মাসজিদে নববীতে উপস্থিতি ও রওযা পাকে সালাম -- ২৫
মদীনায় অবস্থান কালে করণীয় -- ২৮
মদীনার দর্শনীয় স্থানের যিয়ারা -- ২৯
মদীনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন -- ৩০
দূরে কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবেন না -- ৩০
দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা -- ৩১
ঢাকা বিমান বন্দরে এসে করণীয় -- ৩১
নিজ গৃহে গমন -- ৩২
ওমরার দু'আসমূহ -- ৩৩

ওমরার ফজিলত

হাদীস শরীফে ওমরার অনেক ফজিলতের কথা এসেছে। হুযুর (সা.) হিজরতের পর মাত্র একবার হজ্জ করেছেন অথচ ওমরা করেছেন ৪ বার, তন্মধ্যে ১টি ওমরা কাফেরদের বাধার কারণে পূর্ণ হয় নাই। বাকী তিনটি ওমরা পূর্ণ করেছেন।

এক হাদীসে এসেছে, ওমরা হলো ছোট হজ্জ অর্থাৎ ওমরা দ্বারা প্রায় হজ্জের মতই যাবতীয় ফজিলত ও বরকত পাওয়া যায়।

হাদীস শরীফে আরো এসেছে যে, তোমরা হজ্জ এবং ওমরা পালন করতে থাক, কেননা এ উভয় আমল দারিদ্রতা এবং গোনাহসমূহকে এমন ভাবে দূর করে দেয় যেমন আগুন লোহা এবং স্বর্ণ-রূপার ময়লা পরিস্কার করে দেয়। অন্য হাদিসে আছে হজ্জ এবং ওমরা পালনে হায়াত বৃদ্ধি পায় এবং রুজিতে বরকত হয়। ওমরার আরো অনেক ফজিলতের কথা হাদীস শরীফে এসেছে।

রমযান মাসে ওমরা আদায়

হাদীস শরীফে এসেছে যে, হিজরতের পর যখন হুযুর (সা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন এক মহিলা তার স্বামীকে হুযুর (সা.)-এর সাথে হজ্জ করানোর জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বামী তার সাওয়ারীর সমস্যার কারণে স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করতে পারে নাই। রাসূল (সা.) হজ্জ থেকে ফেরার পর ঐ মহিলা তার স্বামীর মাধ্যমে হুযুর (সা.) এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমি কিভাবে হুযুর (সা.) এর সহিত হজ্জ করার ফজিলত হাসেল করতে পারি? হুযুর (সা.) বললেন রমযান মাসে ওমরা করলে আমার সহিত হজ্জ করার ছাওয়াব পাবে। অতএব বুঝা গেল রমযান মাসে ওমরা করলে নবীজী (সা.)-এর সাথে হজ্জ করার ছাওয়াব পাওয়া যায়।

ওমরার হুকুম

জীবনে কমপক্ষে একবার ওমরা করা সামর্থবান ব্যক্তিদের জন্য সুন্নাত। তবে বারবার ওমরা করতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়, কারণ হুযুর (সা.) স্বয়ং তিনবার ওমরা পালন করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে একটি ওমরা পরবর্তী ওমরা পর্যন্ত যাবতীয় গোনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ।

একটি ভুল ধারণা ও তার প্রতিকার

অনেকেই মনে করেন বারবার ওমরা না করে ঐ টাকা গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া ভাল। কথাটি ঠিক নয় কারণ সামর্থবান ব্যক্তি ওমরাও

করবে এবং গরীবদের মাঝে দানও করবে। এমনতো নয় যে ওমরা করার কারণে সে গরীবদের মাঝে দান করার প্রয়োজন নাই বলে মনে করেন।

ওমরায় কখন গেলে ভাল হয়

জিলহজ্জ মাসের ৯ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত এই পাঁচদিন ব্যতিত বছরের যে কোন সময় ওমরা করা বৈধ। তন্মধ্যে রমযান মাসে ওমরা করার ফযিলত অনেক বেশী। বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি এ্যাম্বাসি থেকে ওমরা ভিসা প্রদান করে থাকে।

আরবী রবিউল আওয়াল মাস থেকে রমযান মাস পর্যন্ত। এই ৭ মাসের মধ্যে যে কোন সময় আপনি ওমরায় যেতে পারেন। তবে রমযান মাসে ভিসা, টিকেট পাওয়াটা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার এবং খরচও অনেক বেশী। তা ছাড়া রমযান মাসে হারাম শরীফে প্রায় হজ্জের মতই ভিড় থাকে তাই সবকিছু ইচ্ছামত করা যায় না।

এসব দিক বিবেচনা করে বড় হজ্জের পরে প্রথম যখন ওমরা ভিসা চালু হয় তখন ওমরা করা সব থেকে সহজ। এরপর যত দেরী হবে ততই ভিড় বাড়তে থাকবে। এবং মক্কা মদীনার বাসা ভাড়া সহ সব কিছুর দাম বাড়তে থাকবে। সবকিছু বিবেচনা করে যখনই ওমরায় যেতে চান পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে ওমরার কার্যক্রম আরম্ভ করবেন।

ওমরা ভিসা পাওয়ার জন্য করণীয়

ওমরা ভিসা পাওয়ার জন্য সর্ব প্রথম ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট প্রয়োজন এবং পাসপোর্টে ওমরায় যাওয়ার সময় থেকে কমপক্ষে ৬ মাস মেয়াদ থাকা আবশ্যক। পাসপোর্ট অনুযায়ী যাত্রীর বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে। তবে ফ্যামিলি সহ হলে ৪০ বৎসর না হলেও চলবে। মহিলাদের জন্য সাথে শরঈ মাহরাম থাকতে হবে। মাহরামের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। এসব নিয়ম অনুযায়ী পাসপোর্ট রেডি করে ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ আপনার মনোনিত যে কোন ওমরা এজেন্টকে প্রদান করুন। পাসপোর্ট জমা দেওয়ার সময় বুকিং মানি হিসেবে ৩০/৪০ হাজার টাকা এজেন্সিতে জমা দিয়ে রসিদ গ্রহণ করুন।

কোন তারিখে যেতে চান এবং কোন তারিখে আসতে চান বা কোন এয়ারলাইন্সে যেতে চান সবকিছু বুকিং দেওয়ার সময় সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলুন। ধার্যকৃত অবশিষ্ট টাকা এজেন্সির চাহিদা মত প্রদান করুন। মাঝে মাঝে ফোন করে বা সরাসরি অফিসে গিয়ে ভিসা বা টিকেটের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিন। ভিসা এবং টিকেট হওয়ার পর অফিস থেকে পাসপোর্ট-টিকেট সংগ্রহ করে নিজের হিফাজতে রাখুন।

ভালো একজন সফর সাথী খুঁজে নিন

এজেন্সীতে পাসপোর্ট জমা দেয়ার পূর্বে এক/দুই জন ভালো সফর সাথী খুঁজে নিন। সফর সাথী দ্বীনদার, আমানতদার হওয়া আবশ্যক। পূর্বে হজ্জ বা ওমরা করেছেন এমন ব্যক্তি হলে ভাল হয়। যিনি আপনার ওমরার কাজে সহযোগিতা করতে পারবেন। প্রয়োজনে আপনার মাল সামানা হেফাযত করবেন। আবার অসুস্থ হলে ডাক্তারের নিকট নিতে পারবেন বা আপনার সেবা করতে পারবেন।

সফরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন

ওমরার সফরে মাল-সামানা যত কম নিবেন, চলাফেরা করতে তত সহজ হবে। প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া বাড়তি কোন কিছু নিবেন না। সাথে কিছু রিয়াল থাকলে আপনি যেখানেই থাকবেন তার পাশে প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনতে পাবেন। আরবী না জানলে কেনা-কাটা করতে অসুবিধা হয় না। কারণ ইশারা ইংগিতে প্রয়োজন মিটানো যায়। আবার অনেক দোকানে বাঙ্গালী কর্মচারী থাকে। অতএব অতিরিক্ত জিনিস নেয়ার কোন যুক্তি নেই।

সফরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী

পুরুষদের ইহরামের জন্য আড়াই হাত বহরের আড়াইগজ করে দুই পিছ ও তিনগজ করে দুই পিছ সাদা কাপড়। মহিলাদের ইহরামের জন্য সালোয়ার, কামিজ ও বোরকা ইত্যাদি সাধারণ কাপড়ই যথেষ্ট। ইহরামের সময় কোমরে বাঁধার ১টি বেল্ট, একজোড়া স্পঞ্জের সেন্ডেল, মেসওয়াক, ব্রাশ, পেষ্ট, টয়লেট পেপার, আয়না, চিরুনী, তেল, সাবান, দাঁতের খিলাল, ইত্যাদি প্রয়োজনমত। ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা এবং কাগজ পত্র হেফাজতের জন্য একটি হাজীব্যাগ। উল্লেখিত মালামাল হেফাজতের জন্য একটি বড় ব্যাগ বা লাগেজ।

একমাস ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় লুঙ্গি, পাজামা, জামা, গেঞ্জী, টুপি, গামছা, জুতা, মোজা ইত্যাদি (পুরুষদের জন্য)। একমাস ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ, বোরকা, সেন্ডেল ইত্যাদি (মহিলাদের জন্য)।

পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় গ্রহণ

ওমরার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ঘরে বা মহল্লার মাসজিদে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করুন। সালাম ফিরিয়ে আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পাঠ করে সফর সহজ হওয়ার জন্য

আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট ক্ষমা চেয়ে দু'আ করতে বলুন এবং বিদায়ী মুছাফাহা করে নিন। এবার আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে দু'আ পড়ে অতিশয় আনন্দিত মনে বের হয়ে পড়ুন। চিন্তিত ও বিমর্ষ অবস্থায় বের হবেন না। সম্ভব হলে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে কিছু দান খয়রাত করুন। তারপর যানবাহনে উঠে যানবাহনের দু'আ পাঠ করুন।

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাযি সাখ্‌খারালানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূন।

অর্থঃ অতি পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এ সমস্ত জিনিসকে আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, অথচ এসব আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাব।

আগে কোথায় যাবেন তা ঠিক করে নিন

শরীয়তের দৃষ্টিতে মক্কা বা মদীনা যে কোন স্থানে আগে যেতে পারেন। তবে যেখানেই আগে যেতে চান পূর্বেই তা ঠিক করে নিন, কারণ আগে মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে দেশ থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। অর্থাৎ ইয়ালামলাম পৌঁছার পূর্বে যে কোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর যদি আগে মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করেন তবে দেশ থেকে যাওয়ার পথে ইহরাম বাঁধতে হবে না বরং মদীনায় অবস্থান করার পর মক্কায় রওয়ানা হওয়ার সময় বি'রে আলী থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

ইহরামের মাসায়িল শিখে নিন।

ইহরামের ফরয ২টি–

১। নিয়ত করা।

২। তালবিয়া পাঠ করা।

ইহরামের ওয়াজিব ২টি–

১। মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা। বাংলাদেশীদের মীক্বাত হল ইয়ালামলাম। যা জেদ্দার ৩০ কি. মি. আগে অবস্থিত।

২। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ঃ

১। খোশবু বা সুগন্ধি ব্যবহার করা।
২। সুগন্ধিযুক্ত তৈল বা সাবান ব্যবহার করা।
৩। পুরুষের জন্য সেলাই যুক্ত কাপড় পরিধান করা।
৪। পুরুষের মাথা আবৃত্ত রাখা এবং মহিলাদের মাথা খোলা রাখা।
৫। পায়ের পাতার উপরের হাড্ডি জুতা বা মোজা দ্বারা আবৃত্ত করা।
৬। স্ত্রী সম্ভোগ বা সহবাস করা।
৭। যৌন উত্তেজনা মূলক আলাপ-আলোচনা করা।
৮। পশু পাখি শিকার করা বা শিকারে সাহায্য করা।
৯। মাথা বা শরীর হতে উকুন অপসারণ করা বা মেরে ফেলা।
১০। শরীরের যে কোন অঙ্গের চুল কাটা, ছেঁড়া বা পরিস্কার করা।
১১। হাত ও পায়ের নখ কাটা।
১২। হরমের পশু পাখি শিকার করা বা তাদের কষ্ট দেয়া।
১৩। হরমের এরিয়ার গাছপালা বা ঘাস কর্তন করা।

এবার ইহরাম বেঁধে নিন

যারা আগে মক্কায় যাবেন তারা মেসওয়াক করে ওজু/গোসল করে নিন হাত-পায়ের নখ বা চুল বড় থাকলে কেটে ছোট করুন তারপর পাক-পবিত্রতার সাথে ইহরামের কাপড় পরিধান করুন। মহিলাদের জন্য সাধারণ পরিধানের কাপড় ইহরামের জন্য যথেষ্ট। তবে ইহরামের জন্য নতুন বা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় অবশ্যই হওয়া উচিৎ। ইহরামের কাপড় পরার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তির থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন। ইহরামের কাপড় পরিধানের পর টুপি মাথায় দিয়ে দুই রাকা'আত ইহরামের নামায আদায় করুন। এবার মাথার টুপি খুলে বসা অবস্থায় ওমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে ফেলুন।

ওমরার নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুল উমরাতা ফাইয়াস্‌সির্‌হালী ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি ওমরা পালন করার নিয়্যত করেছি; আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।

ইহরাম বাঁধার পর করণীয়

ইহরাম বাঁধার পর আপনি মুহরিম, মুহরিমের জন্য যে সব কাজ করা নিষেধ (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) ইহরাম খোলার পূর্বে আপনি সে সব কাজ করতে পারবেন না। এখন আপনার সবচেয়ে বড় ইবাদাত হল তালবিয়া পাঠ করা। অতএব জাগতিক খেয়াল খুশি ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এখন থেকে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন।

বিমান বন্দরে উপস্থিতি এবং সেখানে করণীয়

টিকেট এবং পাসপোর্ট নিয়ে ফ্লাইটের কমপক্ষে ৩/৪ ঘণ্টা বাকী থাকতে বিমান বন্দরে উপস্থিত হোন। যা হোক মনে রাখবেন কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে বিমানের কাউন্টার বন্ধ হয়ে যায়। অতএব দেড় থেকে দুই ঘণ্টা পূর্বে বিমান বন্দরে পৌঁছতে না পারলে ঐ ফ্লাইটে যেতে পারবেন না। বিমান বন্দরের গেটে এসে পাসপোর্ট দেখিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ুন।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

মালামাল বেল্টে চেক করিয়ে সাথে নিয়ে নিন। আপনি যে এয়ারলাইন্সের টিকেট নিয়েছেন সেই এয়ারলাইন্সের কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে লাগেজগুলি বুকিং দিয়ে বডিং পাস নিয়ে নিন। ফ্যামিলি সাথে থাকলে পাসপোর্ট টিকেট এক সাথে প্রদান করুন। অন্যথায় সিট এক সাথে নাও পড়তে পারে। ইমিগ্রেশন কার্ড পূরণ করা না থাকলে পূরণ করে নিন। তারপর ইমিগ্রেশন শেষ করে বিমানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন। উযূ ইস্তেঞ্জা বা নামাযের প্রয়োজন হলে এখান থেকে সব সেরে নিন। সময় মত বিমানে উঠার জন্য লাইনে দাঁড়ান। আস্তে আস্তে বিমানের দিকে অগ্রসর হোন।

বিমানের মধ্যে করণীয়

বিমানে উঠে বডিংপাসে উল্লেখিত আপনার নির্ধারিত সিটে বসে পড়ুন। হ্যান্ডব্যাগটা আপনার মাথার উপরের বক্সে রেখে দিন। বিমান উঠার সময় এবং নামার সময় কোমর বেল্ট বেঁধে নিন। আবহাওয়া খারাপ থাকলে বিমান খুব নড়াচড়া করে তখন সিট থেকে উঠা বিপদজনক। তাই তখন বেল্ট বেঁধে সিটে বসে থাকবেন। বেশী-বেশী আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকুন। বিমানে উঠে গল্প-গুজব না করে বেশী-বেশী তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন। বিমানের ভিতর যখন যে সংকেত বা প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা লক্ষ্য রাখুন। বাথরুমের প্রয়োজন হলে বিমানের ভিতরেই ব্যবস্থা রয়েছে। নামাযের ওয়াক্ত হলে উযূ-তায়াম্মুম করে কেবলামুখী হয়ে নিজ-নিজ সিটে বসে বা খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে নামায আদায় করে নিন। সফরে সুন্নত নামায পড়া লাগে না এবং যোহর, আসর ও ইশার নামায কসর পড়তে হয়। জেদ্দায় যাওয়ার সময় নামাযের ওয়াক্ত অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। আবার আসার সময় অনেক সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে সঠিক ওয়াক্ত জেনে নামায আদায় করুন। সাবধান কোন অবস্থাতেই নামায কাজা করবেন না।

বিমান ফ্লাই করার অল্প পরে বিমানের পক্ষ থেকে যাত্রীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। নিজ-নিজ সিটে বসে তা খেয়ে নিন। এছাড়া চা-বিস্কুট কেক ইত্যাদি হালকা নাস্তার ব্যবস্থাও থাকে। পানির পিপাসা লাগলে বিমানবালাদের বললে সাথে-সাথে এনে দিবে।

জেদ্দা বিমান বন্দরে করণীয়

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ওমরা যাত্রীদের বিমান থেকে নামার পর হজ্জ টার্মিনালে নিয়ে যায়। হজ্জ টার্মিনালে গিয়ে নিয়ম অনুযায়ী ইমিগ্রেশনের কাজ সেরে নিন। তারপর বেল্ট থেকে বুকিং দেওয়া মাল নিয়ে নিন। গেট থেকে বের হওয়ার সময় সৌদি মোয়াল্লেম কর্তৃক নিয়োজিত লোকেরা আপনার পাসপোর্ট নিয়ে নিবে। তাতে পেরেশান হওয়ার কিছুই নেই। কারণ এই পাসপোর্ট মক্কায় যাওয়ার পর সময় মত আপনাকে ফেরত দিয়ে দিবে।

হজ্জ টার্মিনালে মোয়াল্লেমের পক্ষ থেকে গাড়ীর ব্যবস্থা থাকবে। ঐ গাড়িতে আপনি মক্কায় যেতে পারেন। জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল থেকে মক্কার দূরত্ব ১২০ কি.মি.। সাধারণত জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল থেকে মক্কার ভাড়া ৩০/৪০ রিয়াল। আপনি ইচ্ছা করলে মোয়াল্লেমের গাড়িতে মক্কায় না যেয়ে অন্য গাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। তাতে ভাড়া একটু বেশী লাগলেও কম সময়ে ইচ্ছা মত মক্কায় পৌঁছতে পারবেন।

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল

মক্কায় পৌঁছে করণীয়

মক্কায় আপনার নিজস্ব কোন লোক থাকলে আগেই তাকে ফোন করে হোটেল ঠিক করে রাখার কথা বলে দিন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে মক্কায় পৌঁছে গাড়ী থেকে নেমে একজনকে মাল সামানার নিকট রেখে আপনার সুবিধামত হোটেলে রূম নিয়ে নিন। আবাসন ব্যবস্থা মেসফালার দিকে হলে ভাল হয়। কারণ মেসফালায় বাংলাদেশী খাবারের হোটেল আছে এবং অধিকাংশ দোকানে বাংলাদেশী কর্মচারী আছে। তাই এদিকে খাওয়া দাওয়া, কেনা-কাটাসহ চলাফেরায় বাংলাদেশীদের জন্য সুবিধা বেশী। রমযান মাসে হোটেল ভাড়া অনেক বেশী থাকে। যেমন ৫০০ মিটারের মধ্যে স্টার মানের ভাল হোটেলের রূম ভাড়া দৈনিক ৪০০/৬০০ রিয়াল। সাধারণ বাড়ী হলে ২৫০/৩৫০ রিয়াল আবার একটু দূরে হলে আরো কমের মধ্যে পাওয়া যায়। রমযান ছাড়া অন্য সময় আবার এ ভাড়া অনেক কম থাকে। যা হোক সুবিধামত দেখে শুনে রূম নিয়ে হোটেলে উঠে পড়ুন। বিলম্ব না করে ওমরার জন্য তৈরি হয়ে যান।

ওমরার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফ গমন

মাল সামানা হেফাজত করে রুমে তালা লাগিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ুন। সাথে রাহবার থাকলে ভাল হয়। অন্যথায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নিজেরাই রওয়ানা হয়ে যান। অনেক সময় হোটেল থেকে রিয়াল/টাকা চুরি হয়ে যায়। তাই রিয়াল/টাকা বা মূল্যবান জিনিস থাকলে সাথে নিয়ে নিন। তাওয়াফ এবং সায়ী এর সময় জুতা/সেন্ডেল যেখানে সেখানে রাখলে পরে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই জুতা/সেন্ডেল সাথে রাখার জন্য একটি জুতার ব্যাগ বা পলিথিন সাথে নিয়ে নিন।

হারাম শরীফে প্রবেশের অনেকগুলি গেট আছে, ফেরার পথে সবই আপনার নিকট এক রকম মনে হবে। তাই আপনার হোটেলের রাস্তা ও লোকেশন ভালভাবে চিনে রাখুন। হারাম শরীফের চত্বরে এসে নিজ নিজ সেন্ডেল ব্যাগে রেখে দিন। তারপর বাদশা আব্দুল আযিয গেট বা তার আশে-পাশের যে কোন গেট দিয়ে তালবিয়া পাঠ করতে করতে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ তা'আলার পাক-দরবারের গৌরব ও মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক মাসজিদে হারামে প্রবেশ করুন এবং প্রথমে ডান পা ভিতরে রেখে এই দু'আ পড়ুন।

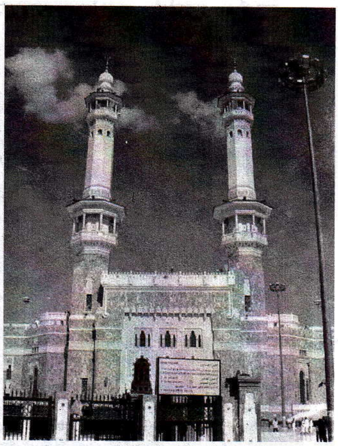

বাদশাহ আব্দুল আযিয গেট

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণঃ "বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি রাব্বিগফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিক"।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং অসংখ্য রহমত ও শান্তি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর প্রতি বর্ষিত হোক। হে প্রতিপালক! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

তালবিয়া পাঠ করতে করতে সামনে অগ্রসর হোন, একটু অগ্রসর হতেই চোখে পড়বে কালো চাদরে আবৃত সেই চির কাঙ্খিত আল্লাহ্‌র ঘর, কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফ দৃষ্টিগোচর হতেই সকলে তিনবার বলুন "আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"।

কা'বা শরীফ দেখে সর্বপ্রথম যে দু'আ করা হয় আল্লাহ পাক তা কবুল করে থাকেন। তাই এ সময় কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে এই দু'আ পড়ুনঃ

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَخْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ ঃ আউযুবি রাব্বিল বাইতি মিনাদ্‌দাইনি ওয়াল ফাখরি ওয়া মিন দ্বিইক্বিস সাদরি ওয়া আযাবিল ক্বাব্‌রি।

অর্থঃ আমি কা'বা ঘরের মালিকের নিকট পানাহ চাচ্ছি ঋণ ও অহংকার থেকে, কৃপণতা থেকে এবং কবরের আজাব থেকে।

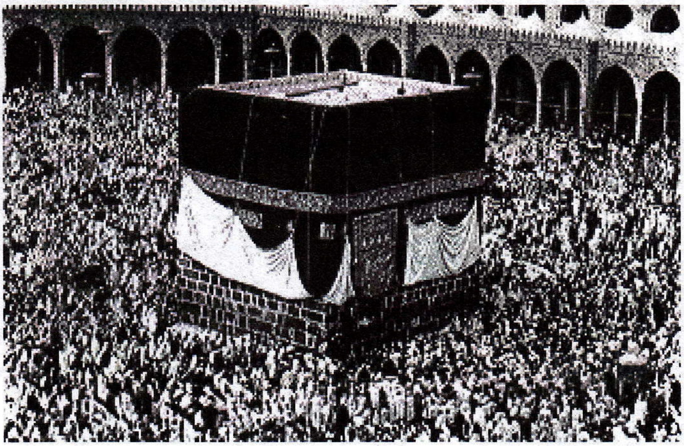

কা'বা শরীফ

এছাড়াও আপনার জীবনের যে কোন নেক মাকসাদের কথা কা'বা ঘরের মালিকের নিকট পেশ করতে পারেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'আ হল আল্লাহ্‌র নিকট বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের প্রার্থনা করা।

মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়তে হয় না। বরং তাওয়াফ করাই হলো এ মাসজিদের তাহিয়্যাহ। অতএব বিলম্ব না করে দু'আর পরই তাওয়াফ আরম্ভ করা ভালো। যাহোক আর একটু সামনে অগ্রসর হলেই মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াফের স্থান, এ মাতাফেই তাওয়াফ করতে হবে।

তাওয়াফের মাসয়ালাগুলি শিখে নিন।

তাওয়াফের ফরয ৩টি–

১। তাওয়াফের নিয়ত করা।

২। বায়তুল্লাহ্‌র বাইরে কিন্তু এর সীমানার ভিতরে তাওয়াফ করা।

৩। নিজে তাওয়াফ করা।

তাওয়াফের ওয়াজিব ৭টি–

১। উযূ করা, শরীর পাক-সাফ রাখা, (হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নয়।)

২। সতর ঢাকা।

৩। হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা।

৪। পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা। তবে অক্ষম ব্যক্তি খাটিয়ায় চড়ে তাওয়াফ করতে পারবে।

৫। একনাগাড়ে সাতবার চক্কর দিয়ে তাওয়াফ পূর্ণ করা।

৬। হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে ডানদিক থেকে তাওয়াফ করা।

৭। তাওয়াফ পূর্ণ করে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে গিয়ে দু'রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায পড়া।

তাওয়াফের সুন্নাত সমূহ ঃ

১। তাওয়াফের শুরুতে হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করা।

২। যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফে ইযতিবা করা।

৩। যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা।

৪। বাকী চার চক্কর সাধারণ গতিতে সম্পন্ন করা (মহিলাদের রমল ও ইযতিবা নেই।)

৫। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বক্ষণে হাজারে আসওয়াদের সোজা দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো।

৬। প্রত্যেক চক্কর শেষ করে হাজারে আসওয়াদে চুমু দেয়া (তবে অন্যের কষ্ট না হয় সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।)

তাওয়াফের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ঃ

১। নাপাকী ও ঋতুবর্তী অবস্থায় তাওয়াফ করা।

২। উযূ ছাড়া তাওয়াফ করা।

৩। অক্ষম ব্যতীত হামাগুড়ি দিয়ে তাওয়াফ করা।

৪। তাওয়াফের সময় হাতীমকে শামিল না করা।

৫। তাওয়াফের কোন চক্কর বাদ দেয়া।

৬। হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করা।

৭। তাওয়াফের ওয়াজিব ও রুকন সমূহ থেকে কোন একটি পরিত্যাগ করা।

তাওয়াফের মাকরূহ কাজ সমূহ ঃ

১। অনর্থক কথাবার্তা বলা।

২। কেনা-বেচা করা।

৩। উচ্চস্বরে দু'আ ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা।

৪। নাপাক কাপড় পরে তাওয়াফ করা।

৫। অক্ষম ব্যতীত রমল ও ইযতিবা পরিত্যাগ করা।

৬। হাজারে আসওয়াদে ইস্তিলাম না করা।

৭। এক চক্কর দিয়ে পরবর্তী চক্কর দিতে অযথা বিলম্ব করা।

৮। তাওয়াফের শেষে দু'রাকা'আত নামায আদায় না করে পুনরায় তাওয়াফ শুরু করা।

৯। তাওয়াফের নিয়তের সময় তাকবীর ব্যতীত কান পর্যন্ত হাত তোলা।

১০। খুৎবা বা নামাযের সময় তাওয়াফ করা।

১১। তাওয়াফের মাঝে পানাহার করা।

১২। তাওয়াফের সময় নামাযের মত হাত বাঁধা বা কোমরে কিংবা ঘাড়ে হাত রাখা।

তাওয়াফ কিভাবে করবেন

এবার মাতাফে এসে কা'বা শরীফের যে কোনে হাজারে আসওয়াদ রয়েছে, সে দিকে মুখ করে দাঁড়ান এবং তাওয়াফের নিয়ত করে নিন।

তাওয়াফের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الطَّوَافَ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুত তাওয়াফা ফাইয়াস্‌সিরহু লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি তাওয়াফ করার ইচ্ছা করেছি, আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

অতঃপর হাজারে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় উভয় হাত কান বরাবর তুলে এই দু'আ পড়ুনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا

بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল হামদু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফাআম বি আহদিকা ওয়াত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন" (সা.)।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে তোমার নিকট দেয়া ওয়াদা পালন করেছি।

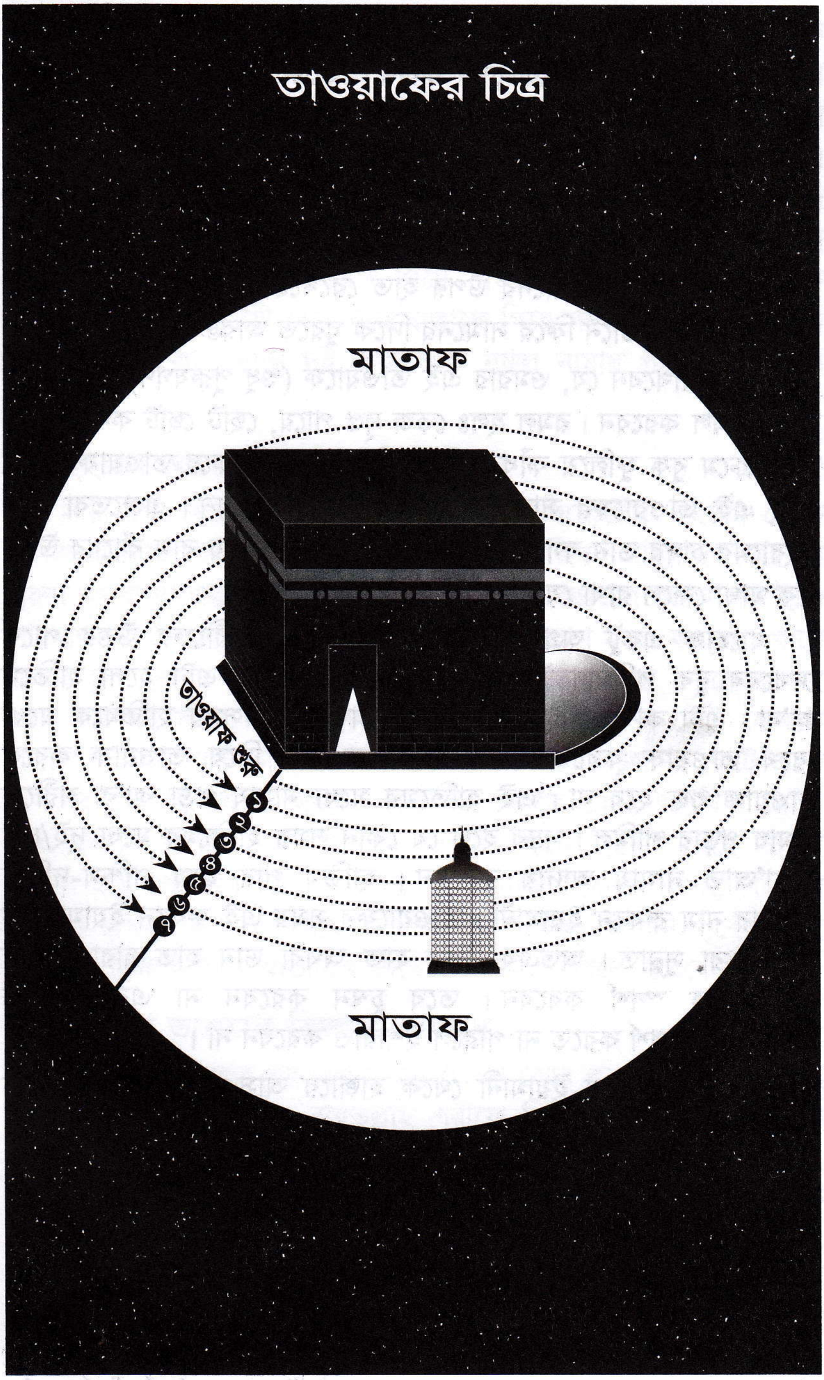
তাওয়াফের চিত্র
মাতাফ
তাওয়াফ শুরু
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
মাতাফ

অতঃপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হোন এবং হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করুন। ভিড়ের কারণে চুম্বন করতে না পারলে হাত দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করে হাতের তালুতে চুম্বন করুন। তাও সম্ভব না হলে উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করুন যেন হাতের পিঠ নিজের চেহারার দিকে থাকে। মনে মনে নিয়ত করুন যে, আপনি হাজারে আসওয়াদের উপর হাত রেখেছেন। অতঃপর হাতে চুম্বন করুন। তারপর ডানে ফিরে সামনের দিকে ঘুরতে আরম্ভ করুন।

স্মরণ রাখবেন যে, ওমরার এই তাওয়াফে (শুধু পুরুষগণ) প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন। **রমল হলঃ** তেজ দৃপ্ত পায়ে, ছোট ছোট কদম ফেলে বীরবিক্রমে বুক ফুলিয়ে কাঁধ হেলিয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করে তাওয়াফ করা। এবং এই তাওয়াফের সাত চক্করেই এজতেবা করবেন। **এজতেবা হলঃ** ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচের দিক হতে পেঁচিয়ে বাম কাঁধের উপর এক মাথা ফেলে রাখা যেন ডান কাঁধ খোলা থাকে।

যাহোক একটু অগ্রসর হওয়ার পর কা'বা শরীফের উত্তর পার্শ্বে দেখবেন বুক পরিমাণ উঁচু ঘুরানো একটি দেয়াল। এটা হলো হাতিমে কা'বা। এটা কা'বা শরীফেরই অংশ। তাওয়াফের সময় হাতিমকে মধ্যে রেখে তাওয়াফ করতে হবে। হাতিমকে বাদ দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। এই হাতিমের মধ্যে নামায পড়া কা'বা শরীফে নামায পড়ার শামিল। সম্ভব হলে যে কোন সময় হাতিমের মধ্যে দুই/চার রাকা'আত নামায আদায় করবেন। হাতিম পার হয়ে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের নাম রুকনে ইয়ামানী। তাওয়াফের সময় এই রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা সুন্নাত। অতএব উভয় হাত অথবা ডান হাত দ্বারা রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করবেন। তবে চুম্বন করবেন না এবং রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করতে না পারলে ইশারাও করবেন না।

অতঃপর রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজারে আসওয়াদের দিকে যেতে যেতে এই দু'আ পড়ুনঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ . وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিল্‌নাল জান্নাতা মা'আল আবরার ইয়া আযীযু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামীন"।

অর্থঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং নেক লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল। হে বিশ্ব প্রতিপালক।

ঘুরে হাজারে আসওয়াদের কোণ্‌ বরাবর এসে পূর্বের ন্যায় হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করুন। সম্ভব না হলে হাত দ্বারা ইশারা করে হাতের তালুতে চুম্বন করুন। তবে তাকবীরে তাহরিমার ন্যায় কান বরাবর হাত উঠাবেন না। কারণ এটা শুধু প্রথম বারই করতে হয়।

হাজারে আসওয়াদের কোণ থেকে তাওয়াফ শুরু করে ঘুরে হাজারে আসওয়াদ বরাবর আসলে এক চক্কর। এ ভাবে সাত চক্কর শেষ করে ৮ম বার হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করুন বা হাত দ্বারা ইশারা করে হাতের তালুতে চুম্বন করুন। ব্যাস এক তাওয়াফ পূর্ণ হয়ে গেল।

তাওয়াফ শেষে করণীয়

তাওয়াফ শেষ করার পর ইজতেবা খুলে ইহরামের কাপড় দ্বারা উভয় কাঁধ ঢেকে ফেলুন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করে নিন।

মাকামে ইবরাহীম হলো একটি বেহেশতী পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। ইহা তাওয়াফ করার স্থানে কা'বা শরীফের দরজার দিকে গ্লাস ও পিতলের ছোট একটি গম্বুজের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বেশী ভিড় থাকলে হারাম শরীফের ভিতরে যেখানে সম্ভব হয় সেখানে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে নিন। এটা প্রতি সাত চক্করের পরে পড়া ওয়াজিব। তবে এ নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না। বরং মাকরূহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর পড়তে হবে।

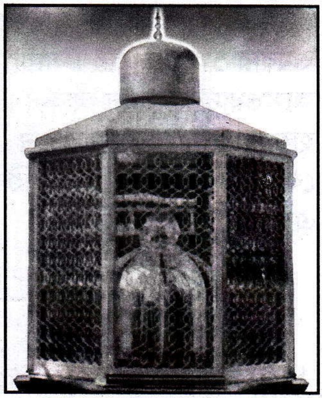

মাকামে ইব্‌রাহীম (আ.)

নামায আদায়ের পর সাফা পাহাড়ের দিকে যেতে বাম পাশে রাখা যমযম পানির পাত্র থেকে তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করুন। যমযমের পানি বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বা বসে বিসমিল্লাহ বলে পান করুন। দু'আ জানা থাকলে সাথে দু'আ পাঠ করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান নাফি'আন ওয়া রিযকান ওয়াসি'আন ওয়া শিফাআন মিন কুল্লি দায়িন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান, পর্যাপ্ত রিযিক এবং সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি কামনা করছি।

যমযমের পানি তিন ঢোকে পান করুন। পানি পান করে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে যমযমের পানি দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল ধৌত করুন। সম্ভব হলে কিছু পানি শরীরে ছিটিয়ে নিন। অতঃপর দু'আ করুন । এটাও দু'আ কবুল হওয়ার সময়।

হাজারে আসওয়াদ এবং কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযাম বলে। সম্ভব হলে যমযমের পানি পান করার পর মুলতাযামে এসে মুলতাযামকে আঁকড়ে ধরে দু'আ করুন। ইহা দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম স্থান। ইচ্ছা করলে তাওয়াফ শেষ করেই আগে মুলতাযামে এসে কান্নাকাটি করতে পারেন এবং পরে ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করে যমযমের পানি পান করতে পারেন।

সায়ী কিভাবে করবেন

এবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সায়ী করতে হবে। এটা ওমরার ১ম ওয়াজিব। সায়ী আরম্ভ করতে প্রথমে তাওয়াফের ন্যায় হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করুন। বেশী ভিড় থাকলে হাত দ্বারা ইশারা করে হাতের তালুতে চুম্বন করুন। তারপর সম্ভব হলে বাবুসসাফা দিয়ে অন্যথায় যে কোন দরজা দিয়ে মাসজিদে হারাম থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে উঠুন এবং এই দু'আ পড়ুন।

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ

بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

উচ্চারণঃ আবদাউ বিমা বাদায়াল্লাহু বিহি ইন্নাস সাফা ওয়াল মার্ওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আঁইয়্যাত্তাও ওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাও ওয়া'আ খায়রান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম"।

অর্থঃ আমি সে স্থান (অর্থাৎ সাফা) থেকেই শুরু করছি যেখান থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন। নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ কিংবা উমরা করবে এই দু'টির তাওয়াফে (সায়ীতে) তার জন্য দোষ নেই, কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

তারপর বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে উভয় হাত আসমানের দিকে কাঁধ বরাবর উঠান। তিন বার উচ্চস্বরে তাকবীর ও তালবিয়া পাঠ করুন এবং আস্তে আস্তে দুরুদ পাঠ করুন। দু'আ শেষ করে ২-৪ মিনিট দাঁড়িয়ে তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন। তারপর যিকির-আযকারের সাথে স্বাভাবিক গতিতে মারওয়া পর্বতের দিকে রওয়ানা হোন। কিছুদূর অগ্রসর হলে দেখবেন সবুজ রঙ্গের বাতি এই দুই বাতির মধ্যবর্তী স্থানটুকু পুরুষগণ মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করবেন এবং এ দু'আ পাঠ করবেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তাল আ'আযযুল আকরাম।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও ও আমার প্রতি দয়া কর, তুমি মহাপরাক্রমশালী, মহাসম্মানী।

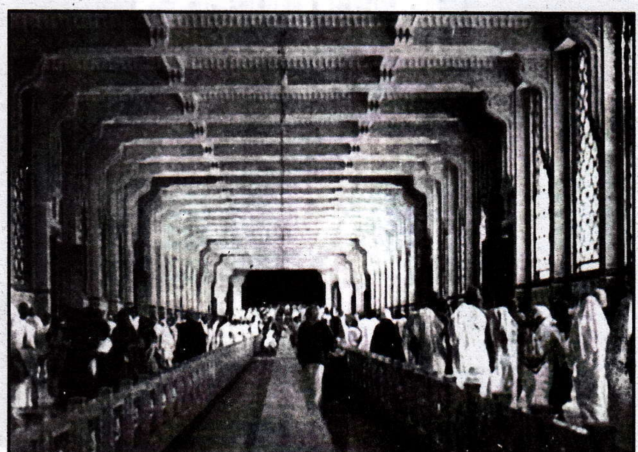

সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীর দৃশ্য

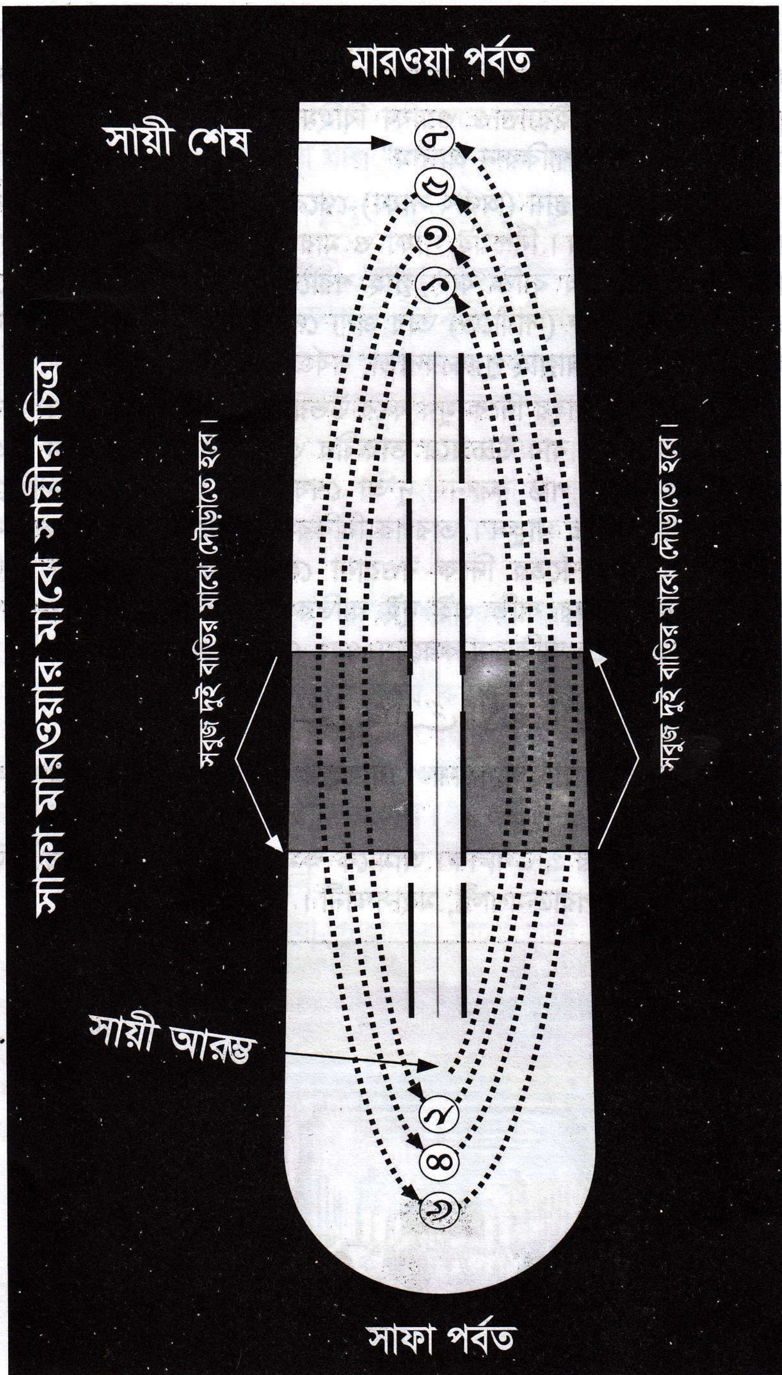
সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ীর চিত্র
মারওয়া পর্বত
সায়ী শেষ
৭
৫
৩
১
সবুজ দুই বাতির মাঝে দৌড়াতে হবে।
সবুজ দুই বাতির মাঝে দৌড়াতে হবে।
সায়ী আরম্ভ
২
৪
৬
সাফা পর্বত

মারওয়া পর্বতে পৌঁছে এর প্রশস্ত স্থানে থেমে যান। একটু ডানে ঝুঁকে বায়তুল্লাহকে সামনে নিয়ে সাফা পর্বতে দু'আ ইত্যাদি যে সকল আমল করেছিলেন সেগুলো এখানেও করুন। এইভাবে সাফা থেকে মারওয়া পর্বতে গেলে এক চক্কর হয়ে যাবে। আবার সাফার দিকে রওয়ানা হোন। সবুজ দুই বাতির মাঝের স্থানটুকু পূর্বের ন্যায় একটু দৌড়ে অতিক্রম করুন এবং সাফা পর্বতে উঠে পূর্বের ন্যায় দু'আ ইত্যাদি করুন। ব্যাস দুই চক্কর হয়ে গেল। এই ভাবে মারওয়ায় গিয়ে সাত চক্কর পূর্ণ হলে এক সায়ী সম্পন্ন হয়ে যাবে। সায়ী শেষ করে মাতাফে গিয়ে সম্ভব না হলে মাসজিদে হারামের যে কোন স্থানে দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে নিন। এটা মুস্তাহাব।

ইহরাম থেকে কিভাবে হালাল হবেন

সায়ী শেষ করার পর এবার মাথার চুল মুণ্ডিয়ে/ছেঁটে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পালা। এটা ওমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব। মহিলাগণ মাহরাম পুরুষ অথবা নিজেরা একে অপরের মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলুন। বেশী কাটবেন না। পুরুষগণ ইচ্ছা করলে এখানে মাথার চুল মুণ্ডাতে পারেন। পাশেই সেলুন আছে। ইচ্ছা করলে বাসায় এসে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে বা ছেঁটে ফেলতে পারেন। ওমরা পালনকারীগণ সায়ী শেষ করে নিজের চুল না কেটে একে অপরের চুল কাটতে বা মুণ্ডাতে পারবেন। তাতে কোন অসুবিধা নেই। মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটার মাধ্যমে আপনি ওমরার ইহরাম থেকে সম্পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন। ইহরাম বাঁধার পূর্বের ন্যায় সাধারণ কাপড় পরিধান করুন। এখন থেকে (পুনরায় ইহরাম বাঁধা পর্যন্ত) আপনি পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী মিলামিশাসহ স্বাভাবিক ভাবেই সব কাজ করতে পারবেন।

সাধারণ তাওয়াফ কিভাবে করবেন

ওমরা শেষ করার পর এখন আর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই। তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে পড়তে থাকুন। আর যখন সুযোগ পান মন ভরে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে থাকুন। সাধারণ তাওয়াফের জন্য ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক পোষাকে নামাযের আগে বা পরে যখন ইচ্ছা তাওয়াফ করতে পারেন। এ তাওয়াফে রমল বা এজতেবা কিছুই করতে হয় না। বরং পূর্বের নিয়মে সাত চক্কর দিয়ে দুই রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায পড়লেই একটি নফল তাওয়াফ হয়ে যায়।

পরবর্তী ওমরা কিভাবে করবেন

মক্কায় আসার পর প্রথমে যে ওমরাহ করেছেন, তার ইহরাম নিজ নিজ মিক্বাত বা নিজ এলাকা থেকে বেঁধে এসে ছিলেন। এখন মক্কায় অবস্থান কালে নফল ওমরা করার ইচ্ছা করলে আয়েশা মাসজিদ বা জিরানা থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। তবে জিরানা স্থানটি বেশ দূরে। তাই যখনই ওমরা করার ইচ্ছা করবেন আয়েশা মাসজিদে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসবেন। আয়েশা মসজিদ হারাম শরীফ থেকে উত্তর দিকে ৩/৪ কি. মি. দূরে। সেখানে যেতে হারাম শরীফের পাশে ইব্রাহীম খলীল রোড থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। ট্যাক্সিতে জনপ্রতি ভাড়া নেয় ৩/৪ রিয়াল। কাউকে সাথে নিয়ে সুবিধা মত গিয়ে ওমরার ইহরাম বেঁধে আসবেন। তারপর পূর্বের ন্যায় তাওয়াফ ও সায়ী করে মাথা মুন্ডিয়ে বা চুল ছেঁটে ফেলবেন তা হলেই ওমরা পূর্ণ হয়ে যাবে। মনে রাখবেন প্রতিবার ওমরার তাওয়াফের সময় পুরুষদের রমল ও ইজতেবা করতে হবে। নফল ওমরা বা তাওয়াফ আরম্ভ করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। নফল ওমরা মৃত হোক বা জীবিত হোক যে কারোর জন্য করতে পারেন। ইচ্ছা করলে নিজের জন্যও করতে পারেন। তবে নফল ওমরা বেশী করা থেকে নফল তাওয়াফ বেশী বেশী করা ভাল।

মক্কার দর্শনীয় স্থানের যিয়ারা

ওমরা আদায়ের পর অবসর সময়ে মক্কার দর্শনীয় স্থানগুলো যিয়ারা করতে পারেন। **মক্কায় যিয়ারার স্থান হলঃ** আরাফার ময়দান, জাবালে রহমত, মাসজিদে নামিরা, মাসজিদে মাশ'আরিল হারাম, মিনা, মাসজিদে খাইফ, জামারাত, জাবালে নূর, জাবালে সূর, জান্নাতুল মুয়াল্লা, নবীজির বাড়ী ইত্যাদি।

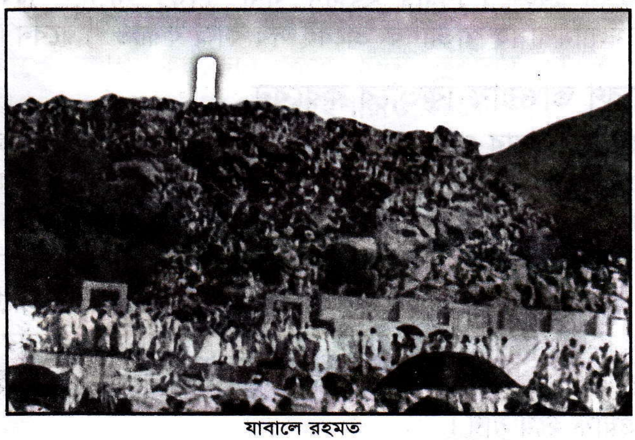

যাবালে রহমত

এগুলো দেখতে পরিচিত লোক বা গাড়ী হলে ভাল হয়। অন্যথায় বাঙ্গালী ড্রাইভার দেখে একটি গাড়ী নিয়ে নিবেন। সাধারণত যাত্রী প্রতি ভাড়া নেয় ১০/১২ রিয়াল করে। এগুলো দেখে আসতে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। সকালে নাস্তা খেয়ে রওয়ানা হলে যিয়ারা শেষ করে হারাম শরীফে এসে যোহরের নামায আদায় করা যায়।

মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

মক্কা শরীফে কয়েক দিন থাকার পর মদীনায় গিয়ে রাসূল (সা.) এর রওযা যিয়ারাত করে আসুন।

মদীনায় যাওয়ার জন্য লাইন বাসের ব্যবস্থা আছে। তবে বাসে যেতে একটু সময় বেশী লাগে তাই কয়েক জন মিলে একটি মাইক্রোবাস বা ট্যাক্সি নিয়ে নিলে সব থেকে ভাল হয়। তাতে ইচ্ছা মত কম সময়ে মদীনা পৌঁছতে পারবেন। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব ৪৫০ কি.মি.। বাসে যেতে ৬/৭ ঘণ্টা এবং ট্যাক্সিতে যেতে ৪/৫ ঘণ্টা সময় লাগে। বাসে সাধারণত ৫০ রিয়াল এবং ট্যাক্সিতে ১০০ রিয়াল মত ভাড়া নেয়।

মদীনায় নিজস্ব কোন লোক থাকলে মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই আপনার প্রয়োজন মত হোটেল ঠিক করে রাখতে বলবেন। যদি তেমন কোন লোক না থাকে তবে ড্রাইভারকে বলবেন বাঙ্গালী মার্কেটের সামনে নিয়ে যেতে। কারণ সেখানে অনেক বাঙ্গালী লোক পাবেন যারা আপনাকে হোটেলের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। যা হোক আপনার সুবিধামত হোটেলে উঠে পড়ুন।

মাসজিদে নববীতে উপস্থিতি ও রওযা পাকে সালাম

মদীনা হল প্রিয় নবীর (সা.) শহর। এখানে এসে সর্ব প্রথম কাজ হল তার প্রতি সরাসরি সালাম পেশ করা। তাই বিলম্ব না করে মাল-সামানা নিজ নিজ রুমে রেখে ইস্তেঞ্জা উযূ সেরে নিন। তবে গোসল করা সম্ভব হলে এ সময় গোসল করাই উত্তম। তারপর নতুন কাপড় বা পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে খোশবু লাগিয়ে আবেগ উৎফুল্ল মনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওযা যিয়ারতের জন্য তৈরী হয়ে যান।

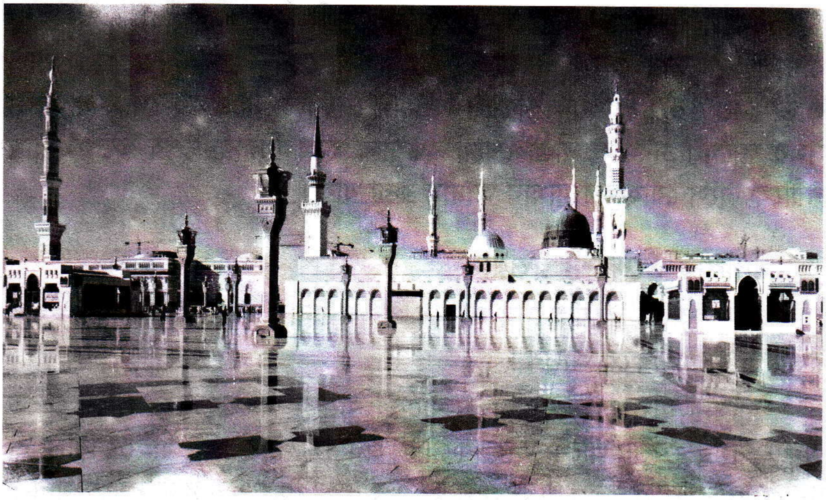

সবুজ গম্বুজসহ মাসজিদে নববী

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওযার উপরে বিদ্যমান সবুজ গম্বুজ নজরে পড়লে তার পূর্ণ মর্যাদা ও আভিজাত্যের কথা স্মৃতিতে ফুটিয়ে তুলুন এবং দু'আ পড়ে ডান পা দিয়ে মাসজিদে নববীতে প্রবেশ করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহলী আব্‌ওয়াবা রাহমাতিক।

বাবে জিব্রাইল দিয়ে প্রবেশ করা ভাল। তবে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। ভিতরে প্রবেশ করে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে রিয়াজুল জান্নাতে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায আদায় করুন। সালাম ফিরিয়ে সফর সহজ হওয়ার জন্য এবং অন্যান্য নেক মাকসাদ পূর্ণ হওয়ার জন্য মন ভরে দু'আ করুন। কারণ এটা দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম স্থান। তবে ফরয নামাযের সময় হয়ে গেলে জামা'আতে শরীক হয়ে যান।

নামায আদায়ের পর অত্যন্ত আদব ও ভক্তি সহকারে রওযা পাকের নিকটে আগমন করবেন। কিবলার দিকে পিঠ করে জালির প্রথমে বড় ছিদ্র বরাবর একটু দূরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে দাড়িয়ে প্রিয় নবীর প্রতি সালাম পেশ করুন।

রওযায়ে আতাহার (সা.)

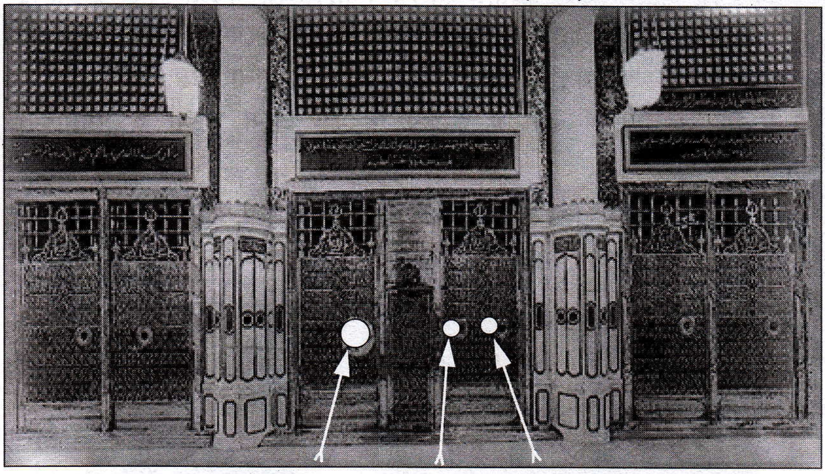

এই বরাবর রাসূল (সা.)   এই বরাবর আবু বকর (রা.)   এই বরাবর ওমর (রা.)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ.

যার যতটুকু সালাম জানা আছে তা একটু উচ্চস্বরে পাঠ করতে থাকুন। সালাম পাঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। যদি কেহ আপনাকে রাসূল (সা.) এর খিদমতে সালাম পেশ করতে বলে থাকেন তবে এই ভাবে বলুনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانٍ يَشْفَعُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ মিন ফুলানিন ইয়াশফাউ বিকা ইলা রাব্বিকা।

অর্থঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুকের পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম পেশ করছি, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার সুপারিশ চাচ্ছে।

তারপর একটু ডান দিকে সরে জালির ৪র্থ ছিদ্র বরাবর দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রতি সালাম পেশ করুন। তারপর আরো একটু ডান দিকে সরে জালির ৫ম ছিদ্র বরাবর দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রা.) এর প্রতি সালাম পেশ করুন।

এরপর সম্ভব হলে পুনরায় রাসূল (সা.) এর রওযা পাকের সামনে এসে আর সম্ভব না হলে একটু দূরে সরে নবীজিকে অসীলা করে তৃপ্তি সহকারে দু'আ করুন। তারপর সম্ভব হলে হান্নানা স্তম্ভ এবং রিয়াযুল জান্নাতের অন্যান্য বরকতময় স্তম্ভের নিকটে এসে দু'আ ও কান্নাকাটি করুন।

রিয়াজুল জান্নাতের ঐতিহাসিক স্তম্ভ ও অনন্য বরকতময় স্থানগুলি চেনার জন্য আমীর সাহেব বা অভিজ্ঞ কারো সহযোগিতা নিতে পারেন।

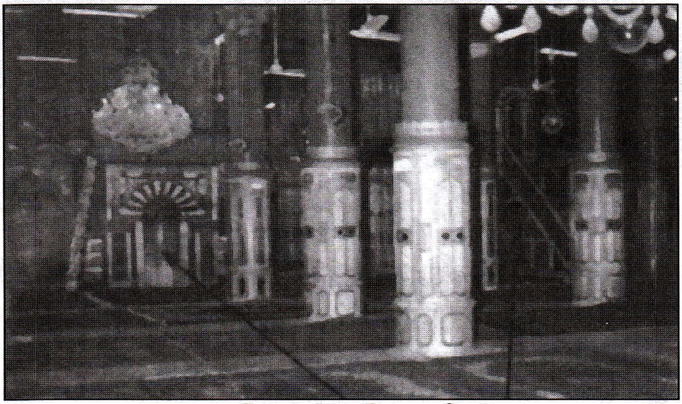

রিয়াদুল জান্নাত (মিম্বারুন নবী সা.)

মদীনায় অবস্থান কালে করণীয়

মদীনায় অবস্থান কালে কয়েকটি আমলের প্রতি খুব গুরুত্ব দিবেন। (১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায মাসজিদে নববীতে জামা'আতের সাথে আদায় করবেন। মদীনায় যদি কমপক্ষে ৮দিন থাকা পড়ে তা হলে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায মাসজিদে নববীতে তাকবীরে উলার সাথে পড়া উচিত। মহিলাদের জন্য মাসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই। তবে মাসজিদে নববীতে মহিলাদের নামাযের জন্য আলাদা স্থান রয়েছে। সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। তাই কেউ ইচ্ছা করলে মাসজিদে নববীতে গিয়ে নামায আদায় করতে পারেন।

(২) বেশী বেশী দুরুদ শরীফ পাঠ করা ও রাসূল (সা.) এর রওযায় গিয়ে বারবার সালাম পেশ করা। অতএব নামাযের আগে বা পরে যখন সুযোগ পান, যাকে সাথে নিয়ে পারেন, যেভাবেই হোক বেশী বেশী রাসূল (সা.) এর রওযা যিয়ারত করুন। কারণ এ সুযোগ হয়তো জীবনে আর নাও পেতে পারেন।

(৩) আহলে বাকীর যিয়ারত করা ঃ জান্নাতুল বাকীতে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন হযরত আব্বাস (রা.) প্রিয় নবীর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা (রা.), হযরত উসমান গনী (রা.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হুযুর (সা.) এর অধিকাংশ স্ত্রীসহ অসংখ্য সাহাবী, তাবেয়ী ও বুজুর্গানে দ্বীন। তাদের কবর যিয়ারাত করাও মুস্তাহাব। তাই যখনই সুযোগ পান জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে যিয়ারাত করে আসবেন।

মদীনার দর্শনীয় স্থানের যিয়ারা

মদীনায় বরকতময় দর্শনীয় স্থান হল ঃ ওহুদের ময়দান, হামযা (রা.) এর কবর, মাসজিদে কিবলাতাইন, মাসজিদে জুমু'আ মাসজিদে সাব'আ বা খন্দক, মাসজিদে কোবা, মাসজিদে গামামা, জান্নাতুল বাকী ইত্যাদি।

এগুলো দেখে আসতে সাধারণত ২ থেকে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। তাই সকালে নাস্তা খেয়ে বের হলে মাসজিদে নববীতে এসে যোহরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা যায়। যিয়ারায় যাওয়ার জন্য কোন বাঙ্গালী ড্রাইভার দেখে একটি মাইক্রোবাস বা ট্যাক্সি নিয়ে নিলে ভাল হয়। যিয়ারার জন্য সাধারণত ভাড়া নেয় যাত্রী প্রতি ১০/১২ রিয়াল। মদীনায় আরো একটা দেখার মত স্পট আছে তা হলো ওয়াদিয়ে জিন। ওয়াদিয়ে জিন মাসজিদে নববী থেকে ৩০/৪০ কি. মি. দূরে। এটা দেখে আসতে ২/৩ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এখানে যাওয়ার সময় গাড়ী বেশী গতিতে চলতে পারে না। তবে ফেরার পথে গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ করে দিলে প্রায় ১২/১৪ কি.মি. রাস্তা ৯০ থেকে ১০০ কি.মি. বেগে গাড়ীটি ধাক্কিয়ে নিয়ে আসে। কে বা কারা ধাক্কিয়ে নিয়ে আসে এ ব্যাপারে বিভিন্ন কথার জনশ্রুতি আছে।

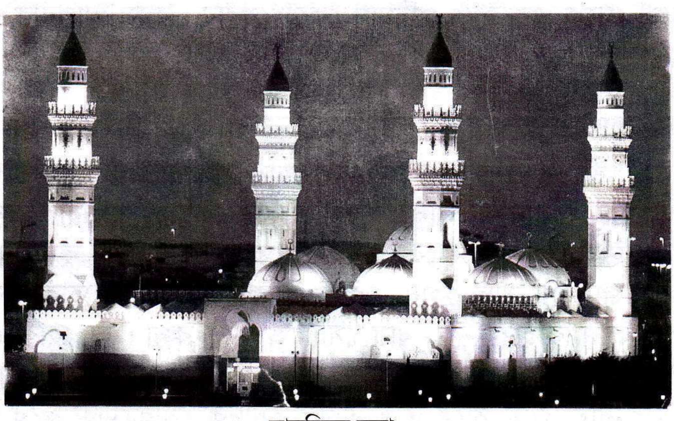

মাসজিদে কুবা

মদীনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন

মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নবীজি (সা.) এর রওজা পাকে এবারের মত শেষ সালামটুকু দিয়ে বিদায় নিন। গাড়ী ঠিক করা না থাকলে মাল-সামানা নিয়ে স্যাপকো বাস স্ট্যান্ডে চলে যান। সেখানে বাস, ট্যাক্সি সব পাবেন। কম সময়ে মক্কায় পৌঁছতে চাইলে ট্যাক্সিতে আসতে পারেন। তবে অধিক নিরাপত্তার জন্য স্যাপকো বাসেও আসতে পারেন। এছাড়া কম খরচে লাইন বাসে আসার ব্যাবস্থাও আছে। যে ভাবেই আসেন দুই/তিন কিলোমিটার আসার পর বি'রে আলী নামক একটি বড় মসজিদ পাবেন। এ মসজিদ থেকে প্রিয় নবীজি (সা.) সাহাবীদের নিয়ে ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতএব এখান থেকে ওমরার ইহরাম বেঁধে নিন। রাস্তায় যেখানে সুযোগ হয় ওয়াক্তমত নামায আদায় করে নিন। তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় পৌঁছে যান। মদীনা থেকে মক্কায় পৌঁছার পর হোটেলে বা আপনার সুবিধামত স্থানে মাল-সামানা হিফাজত করে ওমরা আদায় করে নিন। যদিও ওমরা পালন করা সুন্নাত। কিন্তু মক্কার সিমানায় প্রবেশের কারণে এ ওমরা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যেমন নফল নামায শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যাহোক মদীনা থেকে আসতে ইহরাম বেঁধে এসেছেন এখন পূর্বের নিয়মে কা'বা শরীফের চতুর্দিকে ৭ বার চক্কর দিয়ে তাওয়াফ পূর্ণ করুন। মনে রাখবেন এ তাওয়াফে পুরুষদের প্রথম তিন চক্করে রমল এবং ৭ চক্করে ইজতেবা করতে হবে। দুই রাকা'আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ আদায় করে মুলতাযাম ধরে কান্নাকাটি করুন। তারপর পূর্বের ন্যায় যমযমের পানি পান করে নিন। পূর্বের নিয়মে সাফা-মারওয়ার মাঝে ৭ বার দৌড়ানোর মাধ্যমে সায়ী করে নিন। সায়ী শেষ হলে মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলুন। মহিলারা চুলের মাথা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলুন। ব্যাস আপনার ওমরা পূর্ণ হয়ে গেল।

দূরে কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবেন না

ওমরা যাত্রীদের জন্য মক্কা-মদীনা-জেদ্দায় যাতায়াতের অনুমতি থাকে এছাড়া তায়েফ, রিয়াদ বা তাবুক ইত্যাদি দূরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি থাকে না তাই অহেতুক দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। তবে এসব জায়গায় যদি কোন নিজস্ব লোক থাকে এবং তারা হুকুমত থেকে পারমিশন করিয়ে নিয়ে যায় সেটা আলাদা কথা। যা হোক দেশে ফেরার পূর্বের এই সময়গুলি খুব মূল্যবান কারণ মক্কায় আসার এ সুযোগ জীবনে আর নাও হতে পারে তাই এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে সময়

নষ্ট না করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হারাম শরীফে গিয়ে পড়তে থাকুন। নামাযের আগে পরে বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করতে থাকুন। সময় পেলে হারাম শরীফে বসে বা বাসায় এসে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকুন বা তাসবিহ পড়তে থাকুন। মোটকথা এ সময়গুলি এবাদত বন্দেগীতে কাটানোর চেষ্টা করুন।

দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

ফ্লাইটের ১দিন পূর্বেই জমজমের পানি ও খেজুরসহ যাবতীয় কেনাকাটা শেষ করে ফেলুন। মাল-সামানা বেঁধে ফেলুন। খেয়াল রাখবেন লাগেজ বা কার্টুনের ওজন ২৫/৩০ কিলোর বেশী যেন না হয়। কারণ ওজন বেশী হলে বিমানে ক্যারিং চার্জ দিতে হবে কিলো প্রতি ২৭ রিয়াল করে।

বর্তমান অধিকাংশ ওমরা যাত্রীকে ফেরার পথে হজ্জ টার্মিনাল হয়ে আসতে হয়। তাই এ ব্যাপারে পূর্বেই নিশ্চিত হয়ে নিন যে কোন টার্মিনাল থেকে আপনাকে বিমানে উঠতে হবে। সেই অনুযায়ী গাড়ী ঠিক করে নিন। ফ্লাইটের কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা বাকী থাকতে জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। জেদ্দা হজ্জ টার্মিনাল বা বিমানবন্দরে পৌঁছে যে এয়ারলাইন্সে আপনার টিকেট সেই এয়ারলাইন্সের কাউন্টার খুঁজে নিন। লাগেজ বা ভারি জিনিসগুলি বেল্টে দিয়ে বডিং পাস নিয়ে নিন। সাথে ফ্যামিলি থাকলে তাদের পাসপোর্ট টিকেট একই সাথে দিন। কারণ একসাথে না দিলে বিমানে সিট এক সাথে নাও পড়তে পারে। বডিং পাস নিয়ে ইমিগ্রেশনের জন্য লাইনে দাঁড়ান। যথা সময়ে ইমিগ্রেশন শেষ করে বিমানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন। সময় মত বিমানের বাস এসে আপনাদের বিমানের নিকটে নিয়ে যাবে। বিমানে উঠে আপনার নির্ধারিত সিটে বসে যান। আসার সময় বিমানের মাঝে যে সব নির্দেশনা ছিল তা এখানে প্রযোজ্য। যা হোক বিমানে আসার পথে নামাযের ওয়াক্ত দীর্ঘ হয়েছিল এখন তার বিপরীত কারণ এখন নামাযের ওয়াক্ত খুবই সংকীর্ণ তাই নামাযের ওয়াক্ত হলে নামায আদায় করতে দেরি করবেন না।

ঢাকা বিমান বন্দরে এসে করণীয়

ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছার পর বিমান থেকে নেমে শুকরিয়া আদায় করুন যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দীর্ঘ সফর শেষে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনেছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

এবার পাসপোর্ট চেক শেষ করে মালের বেল্টের পাশে চলে আসুন। জেদ্দা বিমান বন্দরে যে সব মাল বেল্টে দিয়েছিলেন তা এ চলন্ত ফিতা

থেকে খুঁজে নিতে হবে। কোন কোন সময় ফিতায় মাল আসতে অনেক দেরী হয়। তাই মাল ফিতায় আসার পূর্বে আপনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষামান আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করে আসতে পারেন। তাতে অপেক্ষামান ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। প্রয়োজনে মোবাইল করে আপনার আগমনের কথা জানিয়ে দিতে পারেন।

নিজ গৃহে গমন

ঢাকা বিমান বন্দর থেকে গৃহে গমনের সময় নিজ গ্রামে এসে এই দু'আ পড়ুনঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَمِدُوْنَ.

উচ্চারণঃ আ-ইবূনা তা-ইবূনা লি রাব্বিনা হা-মিদূন।

অর্থঃ আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবা করতে করতে এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।

তারপর বাড়ীর নিকটে এসে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে মাসজিদে গিয়ে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করুন। তারপর বাড়ীতে গিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করে এই দু'আ পড়ুনঃ

تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَّا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

উচ্চারণ ঃ তাওবান তাওবান লিরাব্বিনা আওবান লা-ইউগাদিরু 'আলাইনা হাওবা-।

অর্থঃ আমরা তাওবা করতেছি, আমাদের পরওয়াদেগারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন হয়েছি যাতে আমাদেরকে কোন গুনাহ এর সাথে সম্পৃক্ত করো না।

এরপর দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সফর করার তাওফীক দিয়েছেন এবং ওমরার মত এত বড় নেয়ামত আপনাকে দান করেছেন সে জন্য শুকরিয়া আদায় করুন এবং তাই দেশের জন্য সমাজের জন্য পরিবারের জন্য সকলের জন্য সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির দু'আ করুন।

ওমরার দু'আ সমূহ

ওমরার নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুল ওমরাতা ফা ইয়াসসিরহা লী ও তাকাব্বালহা মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি ওমরা পালন করার নিয়্যত করছি; আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

তালবিয়া বা ইহরাম বাঁধার দু'আ :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ: লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বইক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ: আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরীক নাই তোমার, আমি হাজির, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই, আর সকল রাজত্বও তোমার, কোন শরীক নেই তোমার।

পরিবার পরিজন থেকে বিদায় নেয়ার সময় এই দু'আ পড়বেন :

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَ اَمَانَتَكُمْ وَ خَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

উচ্চারণ: আসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকুম ওয়া আমানাতাকুম ওয়া খাওয়াতীমা আ'মালিকুম।

অর্থ: আমি তোমাদের দ্বীন ও ঈমান এবং যাবতীয় আমলের পরিণাম আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি।

বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পাঠ করে এই দু'আ পড়বেন :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা- ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন সৎকার্যই সমাধা হয় না এবং অসৎ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা যায় না।

গাড়ী, বিমান ইত্যাদিতে বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে উঠবেন এবং এ দু'আ পড়বেন :

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাজী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূন।

অর্থ: অতি পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এ সমস্ত জিনিসকে আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, অথচ এসব আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাব।

বিমান হতে জেদ্দা বিমান বন্দর নজরে পড়লে এই দু'আ পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَ اَعُوْذُ بِكَ شَرَّهَا وَ شَرَّ مَا فِيْهَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রা হাযিহিল কারইয়াতি ওয়া খায়রা মা ফীহা, ওয়া আঊযুবিকা শাররাহা ওয়া শাররা মা-ফীহা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ শহরের ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল জিনিসের মঙ্গল কামনা করছি এবং এর ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল অকল্যাণ হতে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।

তারপর জেদ্দায় অবতরণের পর এই দু'আ পড়বেন :

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْنِىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا.

উচ্চারণ: রাব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদক্বিও ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদক্বিঁও ওয়াজ'আলনী মিল্লাদুনকা সুলতানান নাসীরা।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! যেখানে শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাও, এবং যে স্থান হতে বের হয়ে আসা শুভ ও

সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখান থেকে বের করে আন এবং তোমার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর।

বায়তুল্লাহ শরীফ দেখা মাত্র এই দু'আ পড়বেন :

اَعُوذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَخْرِ وَمِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ: আঊযু বি রাব্বিল বায়তি মিনাদদায়নি ওয়াল ফাখরি ওয়ামিন দ্বীক্বিস সাদরি ওয়া আযাবিল ক্বাবরি।

অর্থ: আমি কা'বা ঘরের মালিকের নিকট পানাহ চাচ্ছি ঋণ ও অহংকার থেকে, কৃপণতা থেকে এবং কবরের আজাব থেকে।

বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশের সময় এই দু'আ পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اَمْنُكَ وَحَرَمُكَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا فَحَرِّمْ لَحْمِى وَ دَمِى وَ عَظْمِى وَ بَشَرِى عَلَى النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা হাযা আমনুকা ওয়া হারামুকা ওয়া মান দাখালাহু কানা আমিনান ফাহাররিম লাহমী ওয়া দামী ওয়া আযমী ওয়া বাশারী আলান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ! এটি তোমার সুরক্ষিত ও পবিত্রস্থান। এখানে যে-ই প্রবেশ করে, সে-ই তোমার আইনে নিরাপত্তা পায়। সুতরাং আমার গোশত, রক্ত, অস্থি ও চর্মকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দাও।

তাওয়াফের নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيدُ الطَّوَافَ فَيَسِّرْهُ لِى وَتَقَبَّلْهُ مِنِّى.

উচ্চারণ: আল্লাহুমা ইন্নী উরীদুত তাওয়াফা ফা ইয়াসসিরহুলী ও তাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তাওয়াফ করার ইচ্ছা করছি, তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

তাওয়াফ আরম্ভ করার দু'আ :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লিল্লাহিল হামদু ওয়াস্‌সালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফাআম বি'আহ্‌দিকা ওয়াত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন (সা.)।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে তোমার নিকট দেয়া ওয়াদা পালন করেছি।

তাওয়াফের সময় এই দু'আ পড়বেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইইন কাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজারে আসওয়াদের দিকে যেতে পড়ার দু'আ :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদদুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আঁবরার ইয়া আযীযু ইয়া গাফফারু ইয়া রাব্বাল আলামীন।

অর্থ: হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং নেক লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে মহাপরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

যমযমের পানি পান করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে এই দু'আ পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইল্মান নাফি'আঁও ওয়ারিযক্বান ওয়াসি'আন ওয়া শিফাআম মিন কুল্লি দাইন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান, পর্যাপ্ত রিযিক এবং সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি কামনা করছি।

সাফা এবং মারওয়া পর্বতে উঠার সময় এই দু'আ পড়বেন :

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

উচ্চারণ: ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আঁইইয়াত্তাও ওয়াফা বিহিমা ওয়ামান তাতাউওয়া'আ খাইরান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ কিংবা ওমরা করবে এই দু'টির তাওয়াফে (সায়ীতে) তার জন্য দোষ নেই, কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ পুরষ্কারদাতা সর্বজ্ঞ।

সাফা এবং মারওয়া পর্বতে উঠে বায়তুল্লাহ্র দিকে তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এই দু'আ পড়বেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْىِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرَ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুল্‌ক ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া য়ূমীতু বিয়াদিহিল খাইর, ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সায়ীর সময় সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝে এই দু'আ পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَ كْرَمُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তাল আ'আয্‌যুল আকরাম।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও ও আমার প্রতি দয়া কর, তুমি মহাপরাক্রমশালী, মহাসম্মানী।

কংকর নিক্ষেপের দু'আ :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَ رِضَاءً لِّلرَّحْمٰنِ.

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার রাগামাল লিশ্‌শায়তানি ওয়া রিদ্বাআল লির্‌রাহ্‌মান।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। শয়তানকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে এবং দয়ালু মাওলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি এই কংকর নিক্ষেপ করতেছি।

মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে বেশী বেশী দুরুদ ও এস্তেগফার পড়বেন এবং মদীনা শহর নজরে পড়লে প্রিয় নবীর কথা স্মরণ করে প্রাণের আবেগে চোখের পানি ফেলবেন আর এই দু'আ পড়বেন :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَ
اَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَ سُوْءِ الْحِسَابِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাযা হারামু নাবিয়্যিকা ফাজ'আলহুলী বিকায়াতাম মিনান্নারি ওয়া আমানাম মিনাল আযাবি ওয়া সূইল হিছাবি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! এটি আপনার নবীর পবিত্রস্থান। তা জাহান্নাম থেকে রক্ষা ও শাস্তি থেকে নিরাপদ পাওয়ার এবং হিসাব থেকে মুক্তি পাওয়ার অসীলা বানিয়ে দাও।

সম্ভব হলে বাবে জিব্রাঈল দিয়ে অন্যথায় যে কোন দরজা দিয়ে সুন্নাত তরিকায় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবেন এবং এই দু'আ পড়বেন :

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মাগরিলী যুনূবী ওয়াফতাহলী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিক।

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং অসংখ্য সালাত ও সালাম আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর প্রতি বর্ষিত হোক। হে প্রতিপালক! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

আদব ও ভক্তির সাথে রাসূল (সা.)-এর রওযা বরাবর এসে এই ভাবে সালাম পেশ করবেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ.

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ.

উচ্চারণ: আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যূ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।
আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ।
আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ।

অন্যের পক্ষ থেকে এই ভাবে সালাম পেশ করবেন :

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

উচ্চারণ: আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ মিন ফুলানিবনি ফুলানিন (ফুলানিবনি ফুলানিন এর স্থানে যার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন তাঁর নাম ও পিতার নাম বলবেন।)

অর্থ: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুকের ছেলে অমুকের পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বলছি।

রওযা মোবারকের বিদায়ী যিয়ারাতের পর পড়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ نَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ لِىَ الْعَوْدَ اِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْنِى الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ اٰمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা তাজ্'আল্ হা-যা আখিরাল্ আহ্দি নাবিয়্যিকা ওয়া মাসজিদিহি ওয়া হারামিহি ওয়া ইয়াসসির লিয়াল আওদা ইলাইহি ওয়াল উকূফা লাদাইহি ওয়ারযুক্বনিল্ আফ্ওয়া ওয়াল্ 'আফিয়াতা ফিদ্দুন্য়া ওয়াল আখিরাতি ওয়ারুদ্দানা ইলা আহলিনা সালিমীনা গানিমীনা আমীনা বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

নিজ শহর বা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হলে পড়ার দু'আ :

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণ: আ-ইবূনা তা-ইবূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন।

অর্থ: আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তাওবা করতে করতে এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।

নিজ গৃহে প্রবেশ করার পর পড়ার দু'আ :

تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

উচ্চারণ: তাওবান্ তাওবাল্ লি রাব্বিনা আওবান লা-ইউগাদিরু 'আলাইনা হাওবা-।

অর্থ: আমরা তাওবা করতেছি, আমাদের পরওয়াদেগারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন হয়েছি যাতে আমাদেরকে কোন গুনাহ এর সাথে সম্পৃক্ত করো না।

সমাপ্ত

দেশ বরেণ্য
ওলামায়ে কেরামের
নেতৃত্বে পরিচালিত
হজ্জ ও ওমরাহ যাত্রীদের সেবায়
বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান

আকবর হজ্জ গ্রুপ বাংলাদেশ

সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ট্রাভেল এজেন্ট

মৌসুমী এয়ার ট্রাভেলস লিমিটেড

সরকার অনুমোদিত হজ্জ ওমরাহ ও IATA এজেন্ট

সুমাইয়া এয়ার ইন্টারন্যাশনাল

সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ট্রাভেল এজেন্ট

সাতক্ষীরা ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস

সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ট্রাভেল এজেন্ট

হজ্জ, ওমরাহ ও বিশ্বের যে কোন দেশের
এয়ার টিকেটের জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

১৬৬-১৬৭, আলরাজী কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭২৫-৩১৬৬৫৫, ০১৭১১-৯৫৫৯৮৮